রবীন্দ্রনাথ

চেতনায় সমালোচনায়

পাঁচুগোপাল বক্সি

পুনশ্চ

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথ সর্বমেবাবিবেশ। পরমাশ্চর্য অদ্বিতীয় প্রতিভা। বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে অসীম কৌতূহল, অনন্ত জিজ্ঞাসা। তাঁর জীবনকালেই তাঁকে নিয়ে গবেষণা আলোচনার যে প্রয়াস শুরু হয়, তা আজও অব্যাহত। সেই ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল বক্সি মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি যেটিতে সাহিত্যের অনাবিষ্কৃতপূর্ব অনেক দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে ; সৃষ্টি হয়েছে বিস্ময়ের!

বাংলাভাষার সঙ্গে কবির যেমন নিবিড় সম্পর্ক তেমনি এই ভাষার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক একুশে ফেব্রুয়ারির! স্মৃতি সত্তায় জড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক তারিখটি মনে রেখে একুশটি প্রবন্ধপুষ্পে গাঁথা নানা রবীন্দ্রনাথের এই মালাখানি। কয়েকটি প্রবন্ধ প্রতিষ্ঠিত সাময়িকীতে প্রকাশিত ও বিপুল সমাদৃত হয়। বৃহত্তর পরিমণ্ডলে এবং বর্তমান প্রজন্মের আরও বেশি সংখ্যক পাঠকের হাতে মূল্যবান প্রবন্ধগুলি পৌঁছে দেওয়াটাই আমাদের ব্রত।

শুধু বিষয়গৌরবে বা তথ্যবৈভবে নয় ; নতুন চিন্তার রসদ জোগানো ও বই পড়ার আনন্দদানের দিক থেকেও এই আকর গ্রন্থখানি অনন্য।

সূচিপত্র

প্রমিতাক্ষরা বাণী ও রবীন্দ্রনাথ	৯
রবীন্দ্রনাথের ভাঙা-নাটক : নাটক ভাঙা কেন	১৮
রক্তকরবী : গন্ধবিচার	২৬
রবীন্দ্রনাট্যচেতনার রেখচিত্র	৩৫
রবীন্দ্রচেতনায় দেহলীলা	৩৮
রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস	৫২
রবীন্দ্রসাহিত্যে অতিপ্রাকৃত	৬৫
রবীন্দ্রসাহিত্যে মন্ত্রতন্ত্রাদি	৭৭
রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা	৮৫
রবীন্দ্রচেতনায় আলো	৯৬
রবীন্দ্রচেতনায় প্রসাধনকলা	১০৩
রবীন্দ্রচেতনায় বিপণন	১১২
রবীন্দ্রনাথের ফিরে চাওয়া	১১৬
সহজপাঠ — লেখা সহজ কি?	১২৫
রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র :	
সাহিত্যভাবনার 'একটি ট্যাঞ্জেনশিয়াল স্পর্শ ও অ-স্পর্শ'	১৩১
শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ—সামীপ্যে ও স্বাতন্ত্র্যে	১৪২
রবীন্দ্রনাথের গানে মৃত্যুচেতনা	১৫৪
শেষ লেখায় রবীন্দ্রনাথ	১৬৩
কবি তেমন নয় গো	১৬৮
আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবো গো ফুল ফুটবে	১৭৯
রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন সমালোচকগণের দৃষ্টিতে	১৮৮

প্রমিতাক্ষরা বাণী ও রবীন্দ্রনাথ

মার্কিন ধনকুবের রকফেলার (John D Rockefeller) তখনও ঐশ্বর্যের এভারেস্টে আরোহণ না করলেও সমাজে অন্যতম প্রভাবশালী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি রূপে পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোয় যাঁর (George W. Hale) বাড়িতে অবস্থান করছিলেন সেই ভদ্রলোক রকফেলারের ব্যাবসায়ের সঙ্গে অংশীদার হিসেবে বা অন্য কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁদের অতিথি অত্যাশ্চর্য ও অসাধারণ হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা বলে তাঁকে দর্শন করার আমন্ত্রণ করলেও রকফেলার নানা অজুহাতে এড়িয়ে যান। বারবার অনুরুদ্ধ হয়ে একদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ভাবাবেগে সোজা বন্ধুটির বাড়ি যান এবং স্বামীজিকে খবর দেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত না করে পরিচারককে পাশে ঠেলে দিয়ে স্বামীজির পাঠকক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, স্বামীজি টেবিলের পেছনে বসে পড়ছেন; ঘরে কে এল তা দেখবার জন্যে চোখ পর্যন্ত তুললেন না।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি রকফেলারের অতীত জীবনের এমন সব ঘটনা বলে যেতে লাগলেন যা কেবল তিনি ছাড়া আর কেউ জানতেন না। ১৮৯০-এর দশকের মাঝামাজি স্বামীজির প্রভাবে তিনি লোকহিতৈষণা ও আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহী হন এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর বিপুল দান করার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে স্বামীজির উপদেশেরই প্রতিধ্বনি করেন ("There is more to life than the accumulation of money. Money is only a trust in one's hands. To use it improperly is a sin. The best way to prepare for the end of life is to live for others.")।

সারা ইউরোপে সুপরিচিতা ফরাসি গায়িকা মাদাম এমা কালভে ছিলেন বড্ড জেদি, উগ্রস্বভাব ও ভোগাসক্তা। তাঁর এক কন্যা শিকাগোয় আগুনে পুড়ে মারা যায়। চারিদিক থেকে অশান্তি ও শোকে জীবনের প্রতি মমতা হারিয়ে তিনি চার-চারবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আবার-ও সে-চেষ্টা মনে পুষে তিনি সম্ভবত ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মেট্রোপলিটান অপেরা কোম্পানির সঙ্গে শিকাগোয় আসেন। সেই সময় তিনি একদিন এক বান্ধবীর বাড়িতে যান। স্বামীজি তখন সেই বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। পাঠকক্ষে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতাটা মাদাম কালভের মুখ থেকেই শোনা যাক :

যাওয়ার আগে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তিনি কথা বলার আগে আমি যেন কিছু না বলি। আমি ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তখন অতি শান্তভাবে ধ্যানাসনে বসেছিলেন। তাঁর গেরুয়া রঙের পোশাক সোজা মেঝে পর্যন্ত ঝুলছিল। মাথায় ছিল পাগড়ি এবং সেটি একটু সামনের দিকে ঝুঁকেছিল। তিনি নীচের দিকে তাকিয়েছিলেন। একটু পরেই তিনি চোখ না তুলেই বললেন, 'বাছা, কী জড়ো আবহাওয়াই না তুমি নিয়ে এলে! শান্ত হও, এটা একান্ত দরকার। তারপর খুব শান্ত স্বরে, নিরুদ্বেগ ও

উদাসীনভাবে এই ব্যক্তিটি — যিনি আমার নাম পর্যন্ত জানতেন না, তিনি—আমার জীবনের গোপন রহস্য ও উদ্বেগ সম্বন্ধে বহু কথা বলতে লাগলেন। তিনি এমন সব কথা বললেন, যা মনে হয়, আমার নিকটতম বন্ধুরাও জানত না। মনে হল, এ যেন অলৌকিক ব্যাপার, অপ্রাকৃতিক। শেষ পর্যন্ত আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি এসব জানলেন কী করে? কে আপনাকে আমার সম্বন্ধে বলেছে?' তিনি মৃদু হেসে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি একটা শিশুর মতো কোনো অর্থহীন প্রশ্ন করে ফেলেছি। তিনি মৃদুভাবে উত্তর দিলেন, 'কেউ আমায় কিছু বলেনি। আর বলবার দরকার আছে কি? আমি তোমার ভেতরটা খোলা বইয়ের মতোই পড়তে পারি।'

স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁর উপদেশ ('You must forget. Become gay and happy again. Build up your health. Do not dwell on in silence upon your sorrows. Transmute your emotions into some form of external expression. Your spiritual health requires it. Your art demands it.') লাভ করে মাদাম কালভে জীবনে শান্তি ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পান এবং স্বামীজির পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন।

শুধু অদৃষ্টপূর্ব রকফেলার বা মাদাম কালভের জীবনের অতীত অধ্যায় উদ্‌ঘাটন করা নয়; স্বামীজি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সামনে অন্তত চোদ্দোটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যেগুলির প্রত্যেকটি হুবহু মিলে গেছে (বিস্তারিত তথ্যের জন্যে পঠনীয় — স্বামীজি ও সেই ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী, পাঁচুগোপাল বক্সি, পুনশ্চ)। স্বামীজির গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণও মানুষের ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পেতেন এবং ভবিষ্যতে ঘটবে বলে যা যা বলেছিলেন সেগুলি অব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

প্রায় সমকালে আবির্ভূত রবীন্দ্রনাথ সহস্রাব্দের আর এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব।

রবীন্দ্রসাহিত্য যেন বেনারসি শাড়ি—বিষয়গৌরবে উজ্জ্বল জমিতে গীতিধর্মী (lyrical) ভাষা অলংকারের জরিদার বুটি, পাড়ে মনন ও কল্পনার নকশা আর চওড়া বাহারি আঁচলে গভীর ভাবানুভূতির ব্যঞ্জনা কারুকার্য।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসে কল্পনাশক্তির প্রাচুর্যের পাশাপাশি রয়েছে গভীর অর্থবহ শ্লেষাত্মক সংক্ষিপ্ত ও সুতীক্ষ্ণ উক্তি (epigram)-র ঐশ্বর্য; যেমন: 'সম্ভবপরের জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকা সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত।'... 'আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তাহ'লে তার ওপরে প্রত্যেক চলতি-মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।'... 'সময় যাদের বিস্তর, তাদেরই punctual হওয়া শোভা পায়।'... 'আপনার রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করিনে।' ... 'নাম যার বড়ো, তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরের মান-রক্ষাতেই তার যত সময় যায়। নামজাদা মানুষের বিবাহ, স্বল্প-বিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গর্হিত।' ... 'নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।'... 'যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা, একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।' ... 'মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা-গাঁথা।' ... 'আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলে যাকে

আমরা পাওয়া বলি, সে আর কিছু নয়, হাত-কড়া হাতকে যে রকম পায় সেই রকম আর কি।' ... 'ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ।' ... মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুই-এ যে তফাত আছে।' ... 'দলের লোকের ভালো লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের ওপর ভিজে হাত লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে' ... 'পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না।' ইত্যাদি।

এই ধরনের ব্যঞ্জনাময় বাক্য, প্রবাদবাক্য (proverb) কবির রচনায় ভুরি ভুরি। আর এক ধরনের বাক্য রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে কবি এমন কথা উচ্চারণ করেছেন যেগুলি পরবর্তীকালে অভ্রান্ত অব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে বা হতে চলেছে।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতনে কবি 'ওরা কাজ করে' কবিতায় নিদান হাঁকলেন :

আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনল নিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ;
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল।
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।।

মহাপ্রয়াণের পাঁচমাস একুশদিন আগে কবি তাঁর মাতৃভূমিতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অবসান সম্পর্কে যে দ্রঢ়িষ্ঠ প্রত্যয় প্রকাশ করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হল মাত্র সাড়ে ছয় বছরের মধ্যেই! শুধু ভারতবর্ষেই নয়; ইংল্যান্ডের বাইরে আমেরিকা (কবির এই ভবিষ্যদ্বাণীর আগেই ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে), আফ্রিকা প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চল ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল সেগুলি একে একে স্বাধীনতা লাভ করে। 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ' গোষ্ঠীর সাইনবোর্ড থেকে 'ব্রিটিশ' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যের 'সাধারণ মেয়ে' মালতী বলেছে :

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।

বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু, তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে—
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।

কবির স্বপ্ন সফল হয়েছে। তাঁর দেশের মেয়েরা আর 'কাঁদতে জানে' না; প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে জানে। প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েরাও মহাবিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, চাকরি করে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়ে পঞ্চায়েতে দায়িত্ব পালন করে। অনেক নাবালিকা বাপ-মায়ের বেআইনি বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগে বাধা দেয়; লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্যে থানা, বি ডি ও প্রভৃতির সাহায্য পেতে ছোটে। শুধু লেখাপড়া নয়; নাচ-গান হাতের কাজ ইত্যাদিতে-ও গ্রামের মেয়েরা প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে।

কবি 'চিত্রা' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত '১৪০০ সাল' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেছেন ২ ফাল্গুন ১৩০২ তারিখে। শুরুটা হয়েছে এইভাবে :

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে!

উপসংহারে বলা হয়েছে :

আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে—
হৃদয়স্পন্দনাতব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।।

মাত্র ৩৪ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, যে দিন তিনি কবিতাটি রচনা করেছেন, সেদিন থেকে একশো বছর পরে-ও মানুষ তাঁর কবিতা সাগ্রহে পাঠ করবে এবং শতবর্ষ পরে বসন্ত ঋতুতে রসিকজনে গাইবে তাঁর বসন্তের গান। পরবর্তীকালেও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, মানুষকে তাঁর গান গাইতে হবে। কবির কী আত্মবিশ্বাস!

কবির বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয়েছে। শুধু তাঁর কবিতা নয়; তাঁর গান, গল্প, উপন্যাস নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতির অনুরাগী পাঠক অসংখ্য। তাঁর রচনাবলির চাহিদা ক্রমবর্ধমান। অসংখ্য শিল্পী ও সাধারণ মানুষের কাছে রবীন্দ্রসংগীত প্রাণের আরাম, মনের জানলা। আজও গবেষণাকর্মে, চলচ্চিত্রে নাটকে দূরদর্শনে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। শুধু স্বদেশে নয় বিশ্বের দেশে দেশে তিনি সমাদৃত।

মর্তের অপর তীরে চলার সময় মুখ ফিরিয়ে কবি বসুধার উদ্দেশে বলেন,

যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি মোরে করো অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন করো নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধো বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদিতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে—তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।। [জন্মদিন, সেঁজুতি]

কবির এই দৃপ্ত ঘোষণাটিও সত্য। তিনি সীমার মাঝে অসীমকে উপলব্ধি করে, নিসর্গলোককে গভীরভাবে ভালোবেসে আপনার যে আনন্দস্বরূপ রচনা করেছেন তার ক্ষয় নাই, লয় নাই। তাঁর সর্জনের মূলে আছে সত্যানুভূতি, তাই তা নিত্যের ধন; জগতের আনন্দযজ্ঞে যোগ দিয়ে কপালে পরেছেন অমৃতের টিকা।

বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।।

—পূর্বোক্ত কবিতায় উচ্চারিত কবির এই বাণীর যথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে হিটলার প্রমুখ যুদ্ধবাজদের পতনে।

'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে সুন্দর সুন্দর epigram আছে যেমন, 'মেয়েদেরই বিস্তর অলংকার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়' ... 'যেন সৌরজগৎকে গলিয়ে জামাই-এর জন্য ঘড়ির চেন করবার ফরমাস' ... 'তোমাকে সাধু কথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠান্ডা রাখবে আর কত দিন?' ... 'ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেছি।' 'তারা আপনার হীনতার বেড়া দ্বারাই সুরক্ষিত, যেমন পুকুরের জল আপনার পাড়ির বাঁধনেই টিকে থাকে।' ... 'চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিব-মন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মানতে চায় না' প্রভৃতি।

নিখিল সন্দীপকে বলে, 'যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেইদিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।' বিমলার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে 'সন্দীপের এই প্রলয়রূপ ভয়ংকর; ... সন্দীপ যেন মরণের সেই মূর্তি, ভয় ধরবার আগেই ওর প্রচণ্ড টান এসে ধরে—সমস্ত আলো সমস্ত কল্যাণ থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে, চিরদিনের সঞ্চয় থেকে, প্রতিদিনের ভাবনা থেকে, চোখের পলকে একটা নিবিড় সর্বনাশের মধ্যে একেবারে লোপ করে দিতে চায়। কোন্ মহামারির দূত হয়েও এসেছে, অশিবমন্ত্র পড়তে পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর ছুটে আসছে দেশের সব বালকেরা সব যুবকরা। বাংলাদেশের হৃদয়পদ্মে যিনি মা বসে আছেন তিনি কেঁদে উঠেছেন; তাঁর অমৃতভাণ্ডারের দরজা ভেঙে ফেলে এরা সেখানে মদের ভাণ্ড নিয়ে পানসভা বসিয়েছে, ধুলার ওপর ঢেলে ফেলতে চায় সব সুধা, চুরমার করতে চায় চিরদিনের সুধাপাত্র। ...' এই কথাগুলোর তাৎপর্য এবং সন্দীপের মতো ভোগাসক্ত স্বেচ্ছাচারী বিপ্লবী নেতার আদর্শচ্যুতি ও হঠকারিতার পরিণতি দেশে বিদেশে সশস্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব, জনসমর্থনের অভাব ও ক্ষীয়মান অস্তিত্বে প্রতিফলিত।